

অ্যার্জে

দুঃসাহসী টিনটিন

কশ্শায় টিনটিন



আনন্দ

অ্যার্জে

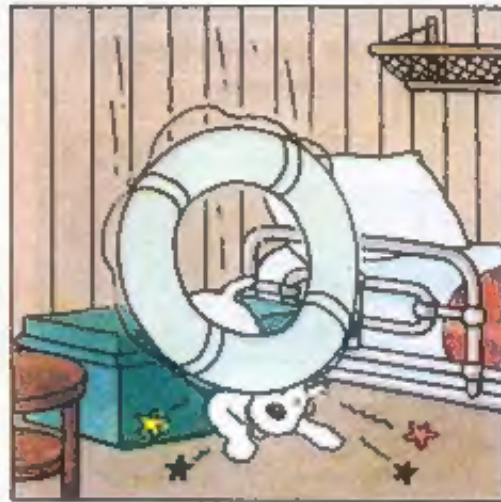
দুঃসাহসী টিনটিন

ক্যাম্পে টিনটিন



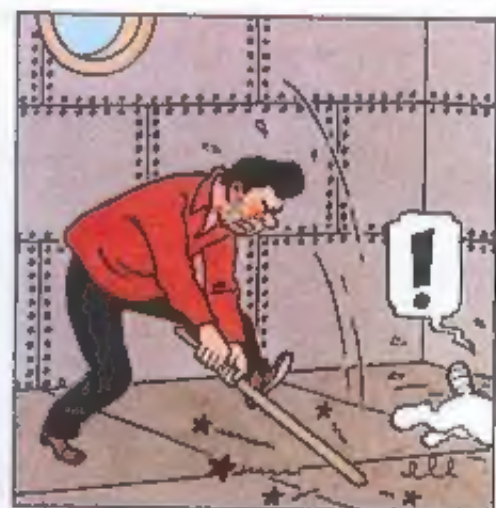
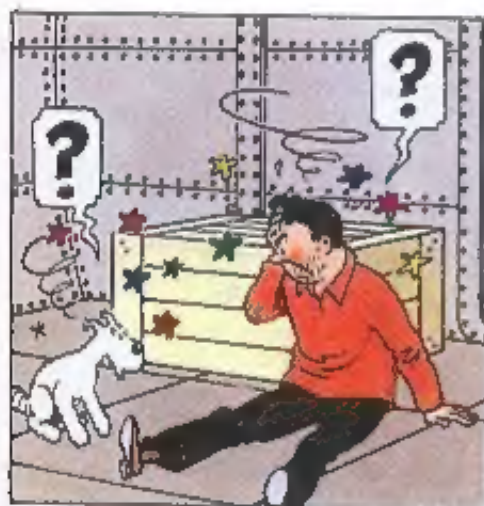
কশ্মায় টিনটিন

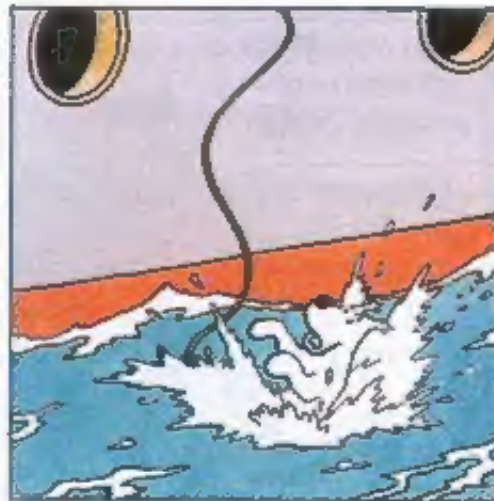
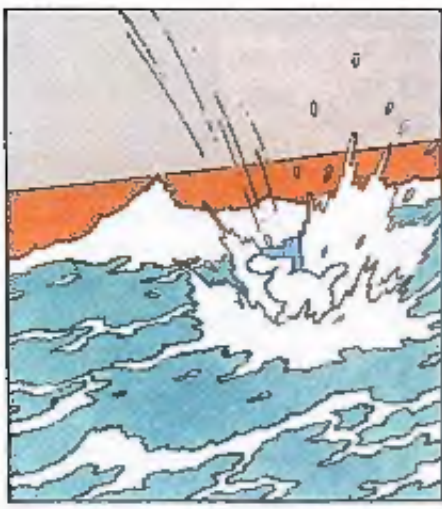


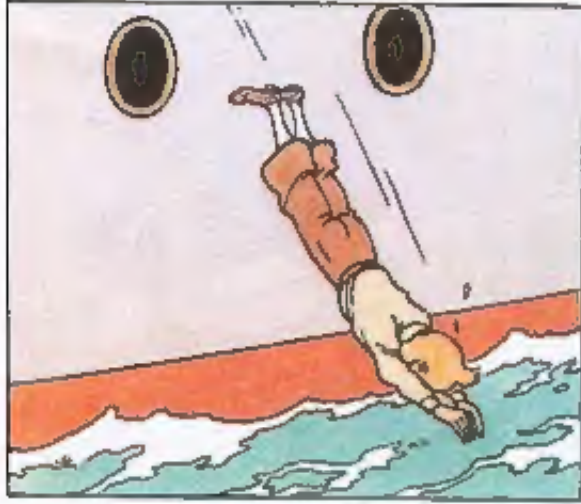










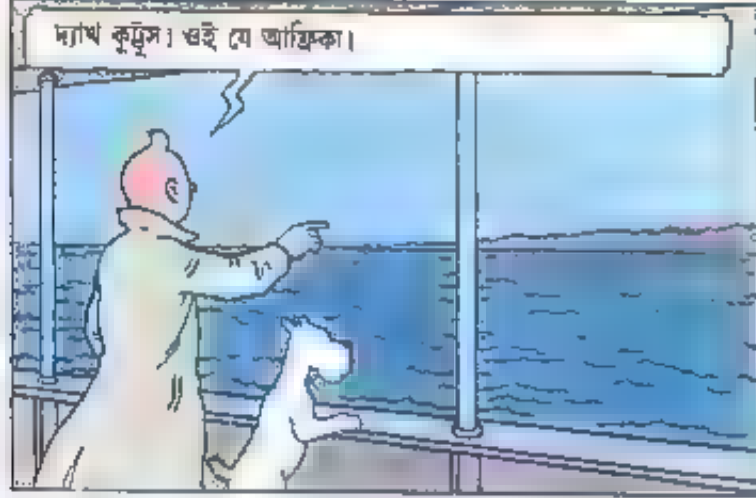




বেশ কিছু দিন পর



দ্যাখ কুটুস! ওই যে আফ্রিকা।



ওই বিরাট নৌকোটা দেখেছিল?
সাবা রঙের?...ওতে টিনটিন আর কুটুস আসছে



টিনটিন আর
কুটুসের জয়

কুটুস, বেঁচে
থাকো!

টিনটিন
বেঁচে থাকো!

ছব্বের!



ধীরে, টিনটিন, ধীরে! যদি বুঝতে
শেষ হামি কে হামবে!...



সেদিন সন্ধ্যায়, হোটেলের ঘরে।

চল, কুটুস, এবার
ঘুমোতে যাই।

ঘুমে চোখ
দুলে আসছে

অ্যাক্সিন পর না দুলে স্থির মোকের
ওপর ঘুমোব কি না, দ্যাখো কেমন
নাক ডাকছি!

ভৌ-ও-ও!

উফ! নশ্বুর মশা...

অবশ্য সকলেই জানে যে,
কুকুরকে মশা কামড়ায় না।

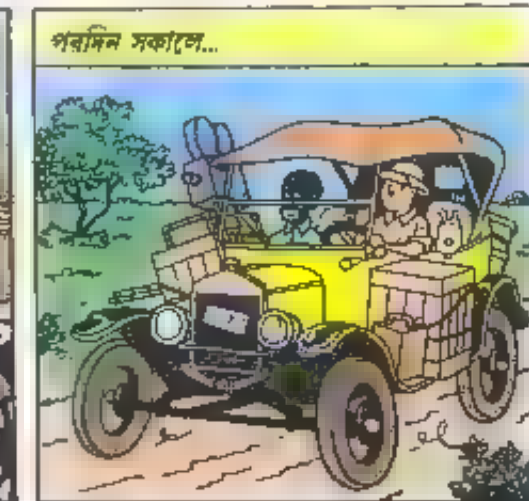
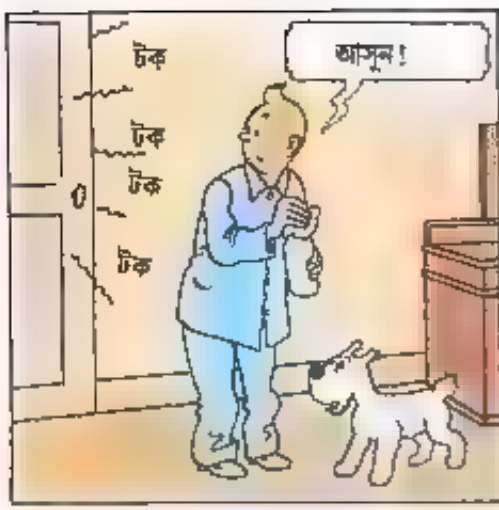
মনে হচ্ছে, মশারাই
ব্যাপারটা জানে না!

ওরে বাবা!

ইস! বেচারী কুটুস! এ কী অবস্থা তোরা
মশারি ছাড়া ঘুমোলে এমন ভো হবেই।
চল, তোরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করি

কী রে, কুটুস! রাতে
কেমন ঘুমোনি?

পরদিন সকালে





এখানে দাঁড়াও, কোকো। গাড়ি পাহারা দাও।
দেখি, যদি শিকার পাই...

ইয়া
সাহেব



আমি একটু চান করে নিই।



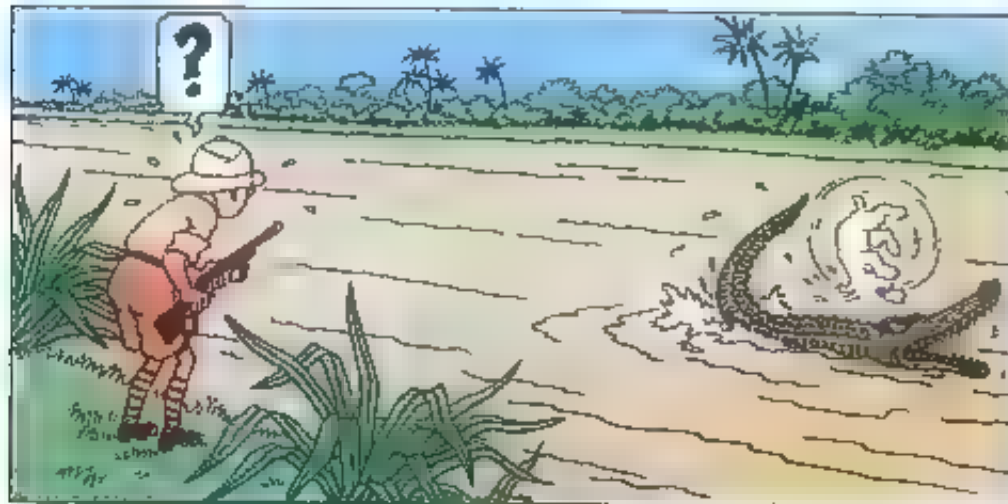
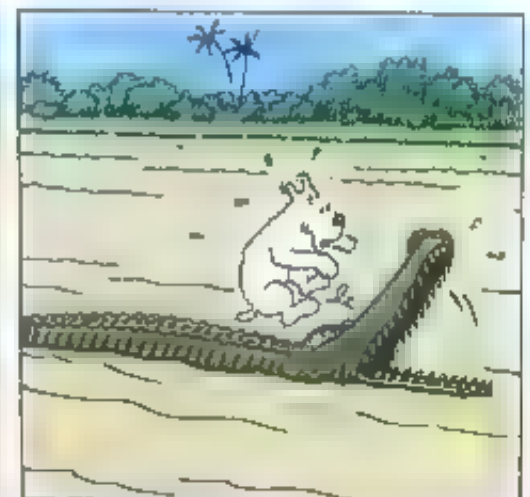
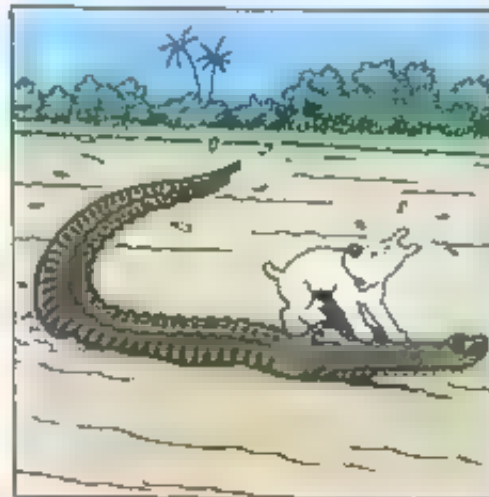
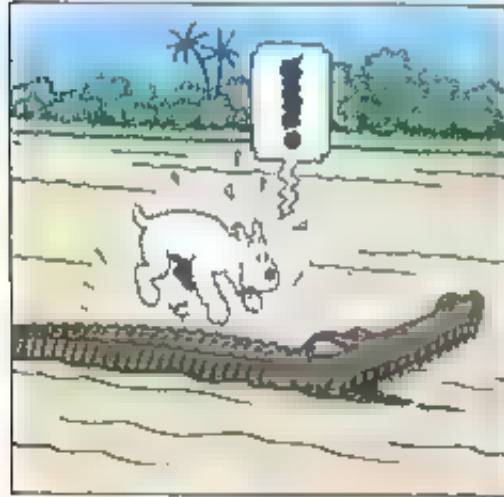
আহা কী ঠান্ডা জল!



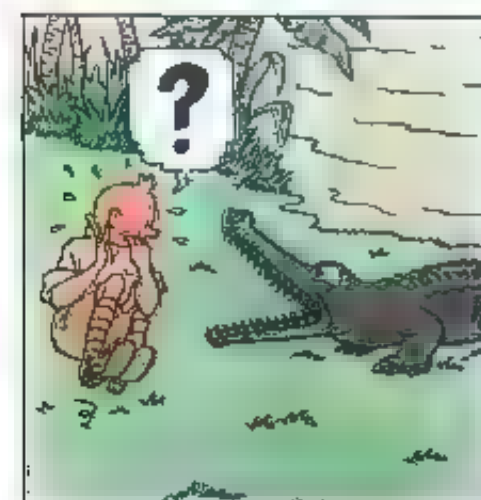
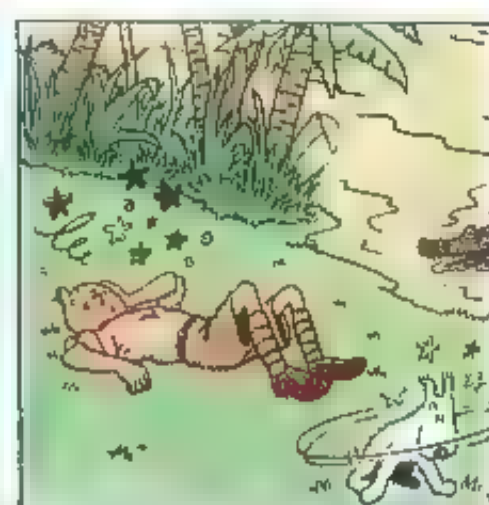
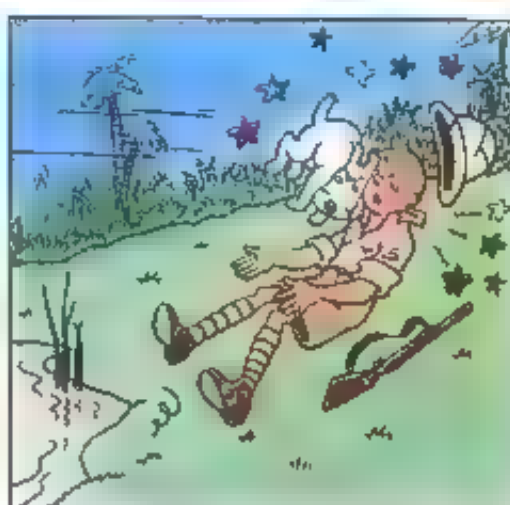
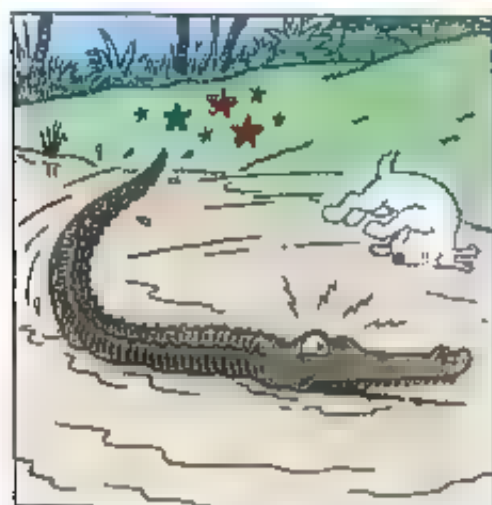
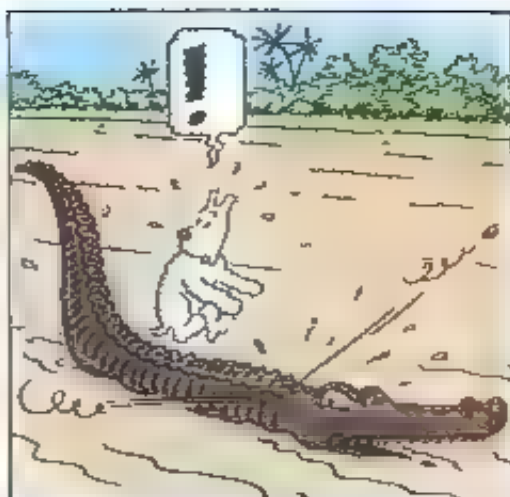
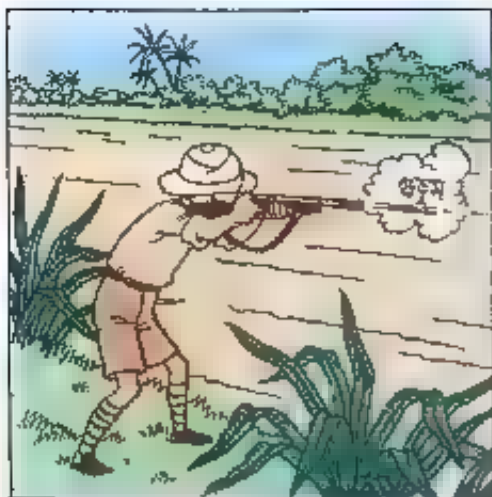
এই কাঠের গুঁড়টার ওপর বসে
চিনচিনের জন্য অপেক্ষা করি।



উফ কুঁড়ে চিনচিনটা
গেল কোথায়?



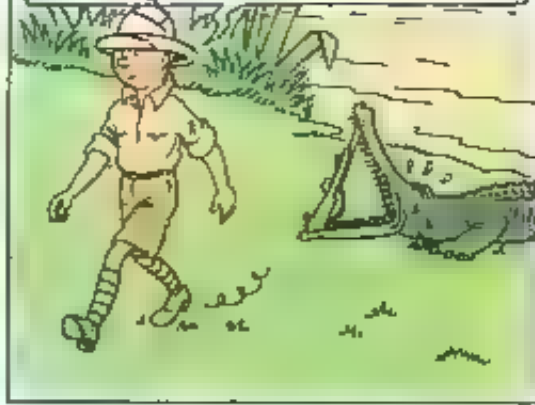
মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। কুঁড়সের
যেন কিছু না হয়



ওর বর্ধন হাঁ করার এত শখ,
ওকে হাঁ করিয়েই রাখা যাক।



বেশ! এবার যাই, কটুসকে খুঁজতে হবে।



এই যে, কাপুরুষ কোথাকার!...



মহা মুশকিল। এবানাই তো গাড়িটা
মেখে গেলাম উবে গেল নাকি?



কোকো...কোকো!



চিনটিন সায়েব!
আমি আসছি।



আঁ!...আঁ! এক সাদা চামড়া সায়েব
এসে ছোট্ট কোকোকে মারল
কোকো ডয়ে পালান সায়েব গাড়ি নিয়ে
পালিয়ে গেল আঁ! আঁ!



তা হলে কোনও সাদা মানুষ আমার গাড়ি
নিয়ে ভেগেছে? ধরলে মজা দেখাব।



কী গরম। যদি গাড়িতে গুণগোল না
হয়, ওকে কোনওদিন ধরতে পারব না।



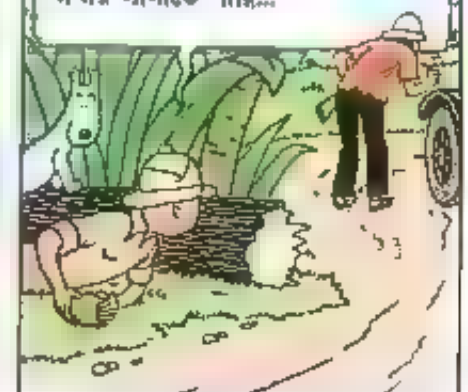
ওই যে গাড়িটা! দাঁড়াও, লুকিয়ে লুকিয়ে
এগোব। কোকো, তুমি এখানেই থাকো।



এই লোকটাকে
আসে কোথায়
যেন দেখছি!



যদি এই নারকোন্টা ওর
সাথার লাগাতে পারি...





ইস! ফসকে
গেল!



ওকে চিনি!...সেই পোশাক খাবীটা!

মরেছি!



বাঁদর! আমার দেখাদেখি
নারকোম ছুড়েছে নিশানাভেও
লাগিয়েছে



ওকে বাঁধি। নিয়ে নিয়ে, প্রথমে যে
থানা পাব, সেখানে দিয়ে দেব।

আহলে বড় ভেঁকে
এসেছিল, না?



কোকো, ভূমি তাঁবুটা খাটাও;
আগুনও জ্বালিয়ে। আমি
খাওয়ার ব্যবস্থা করি।



এখানে বসে অপেক্ষা করা যাক।



ওই জো আমাদের খাদ্য

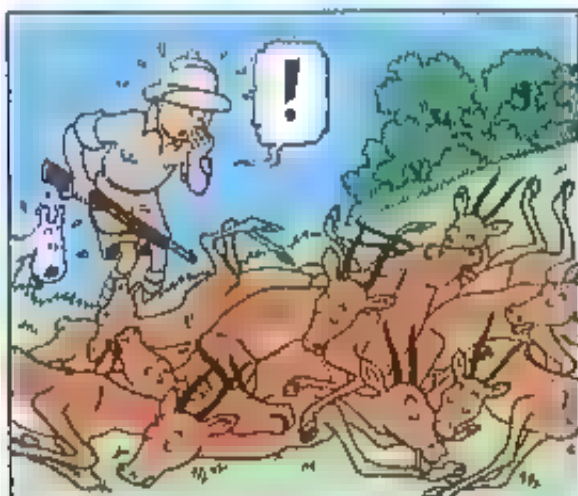
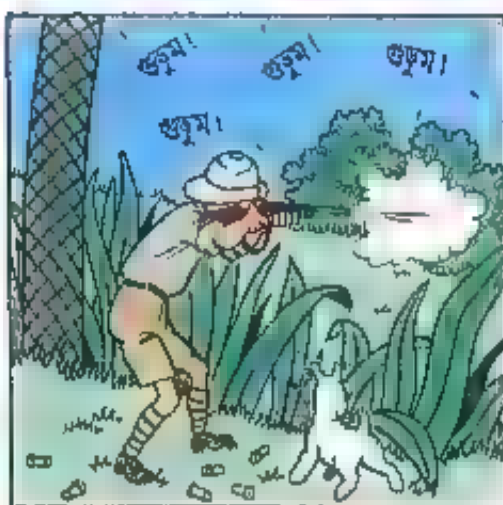


গুড়ম!



?

কী হল?

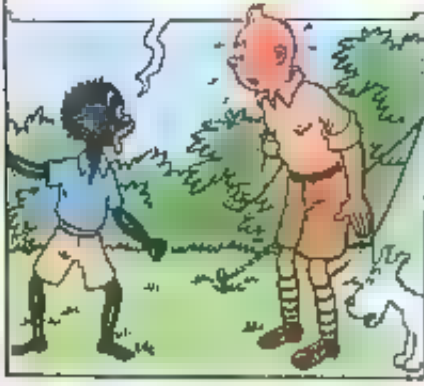




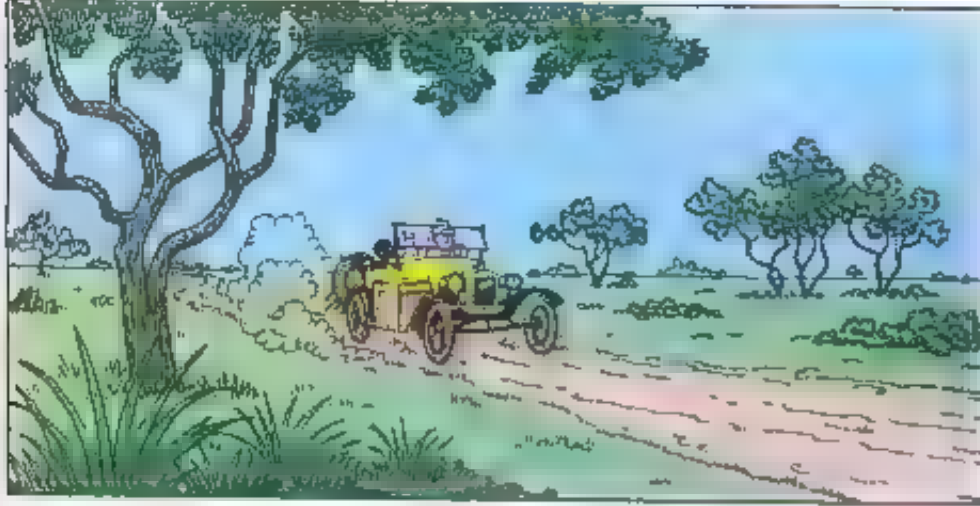
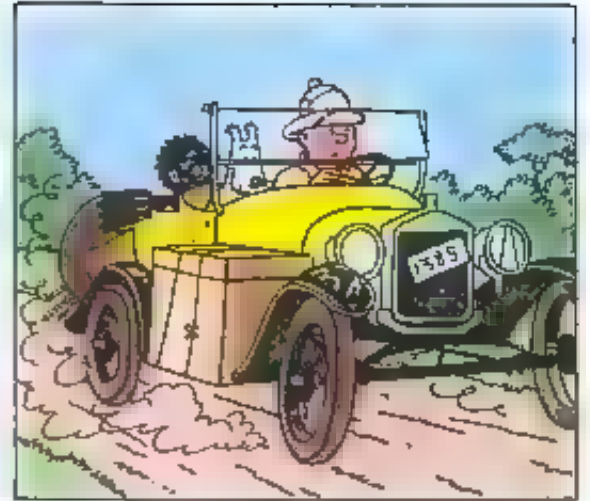


পরদিন ভোরবেলা...

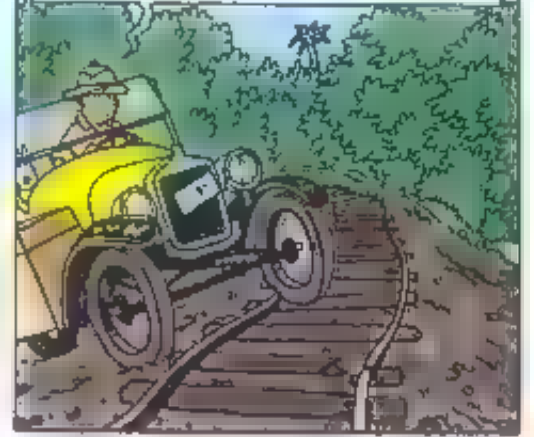
সায়েরব সায়েরব বন্দি পালিয়েছে!...



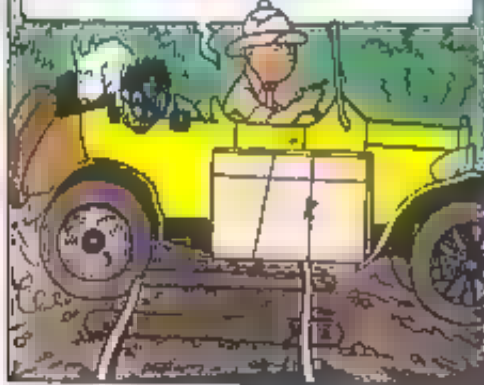
পানাক!...পায়ে হেঁটে যেখানে বন্দি
যাক। আমরা আমাদের পথ বরি...



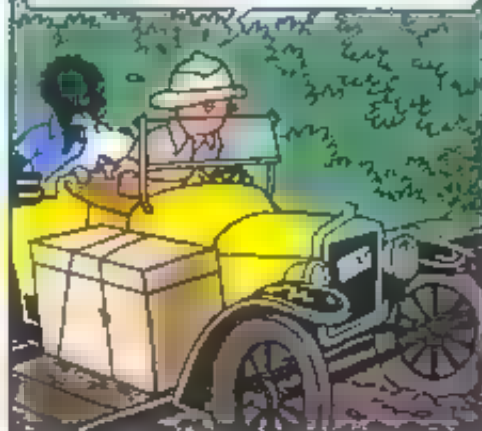
যা! রাস্তা খারাপ।



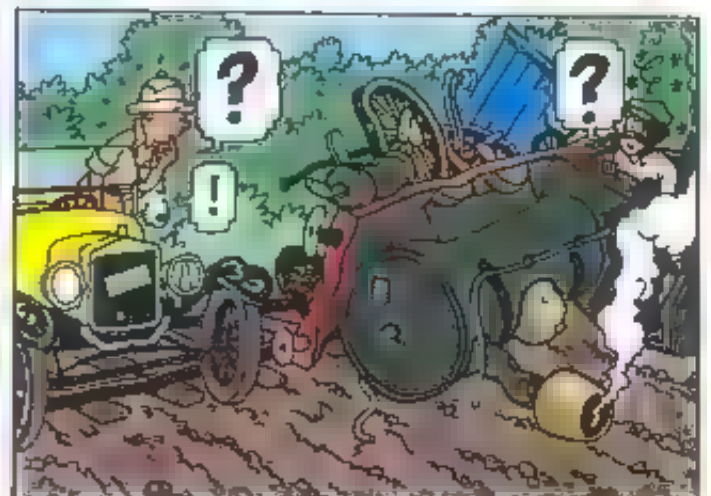
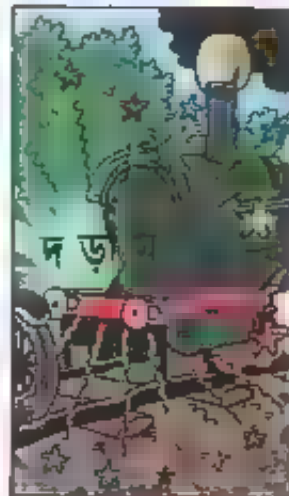
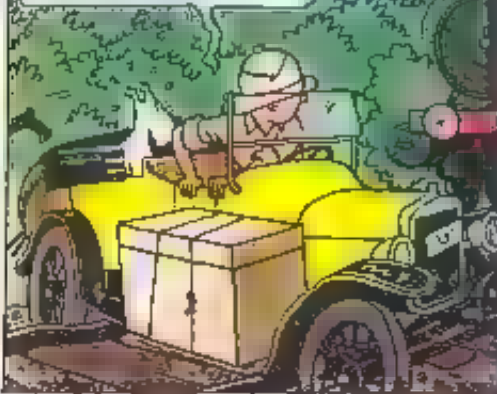
কী হবে? উল্লয় কী?
রেললাইন পার হওয়া অসম্ভব।



হে দিক্বর! ওই বকটা...



ওরে বাবা! ট্রেনটা
আমাদের পিছে দেবে!





দুঃস্থ, সাদা লোক।

দুঃখিত, আমি খুব
দুঃখিত...

দ্যাখো, হোটেলের কী
হাল করেছে!



দাঁড়ান আপনার পুরনো
বিক্রয়িক গাড়ি মেরামত
করে দেবে

পুরনো গাড়ি! এটা দিবা ভাস এপ্রিন।



এসো, হাত লাগাও।

আমি পারব না।



চট করে হাত লাগাও। হোটেল
কুকুরটা একা খাটছে, তোমরা
ই করে দেখছ? লজ্জা নেই?

কুঁড়ে লোকগুলোকে
দ্যাখো



কাজ করবেন, না কী?

কিছু গায়ে যদি ধুলো বা ময়লা লেগে যায়



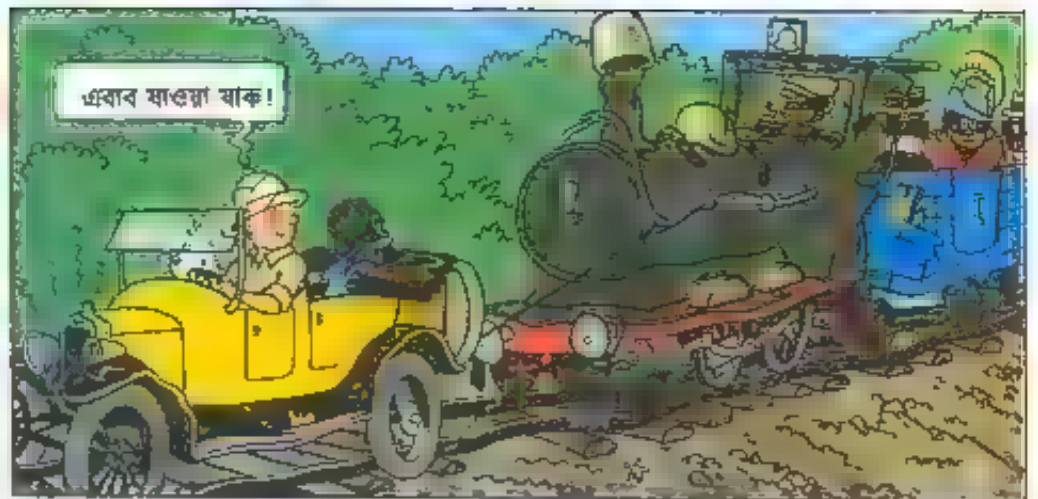
সাদা লোকটা খুব দুঃস্থ।

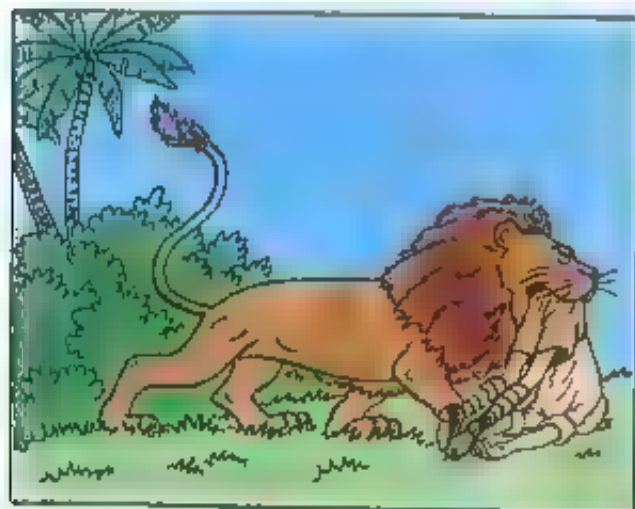
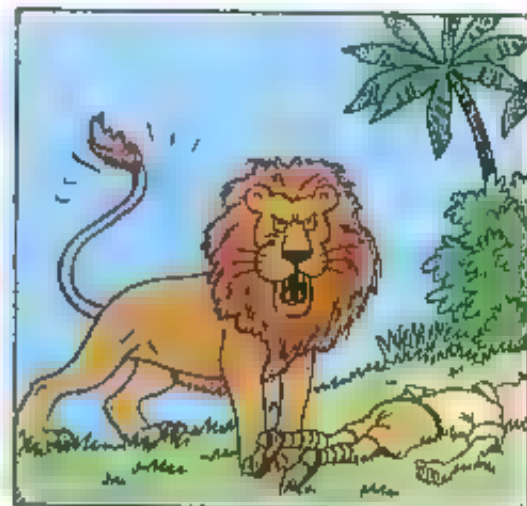
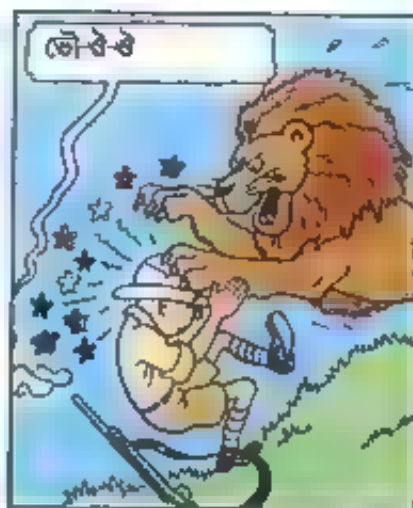
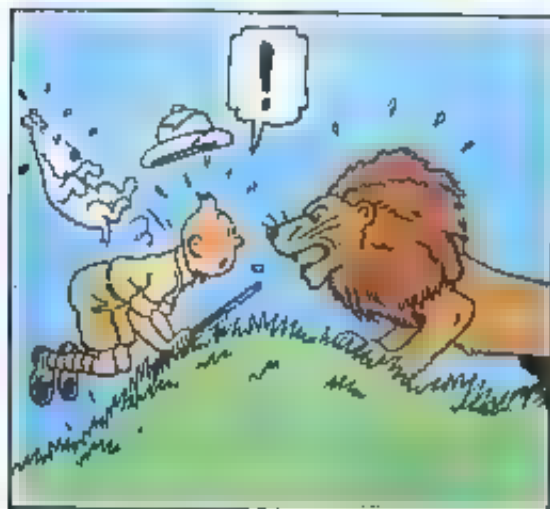
বেশ এবার
গাড়িতে শুতো

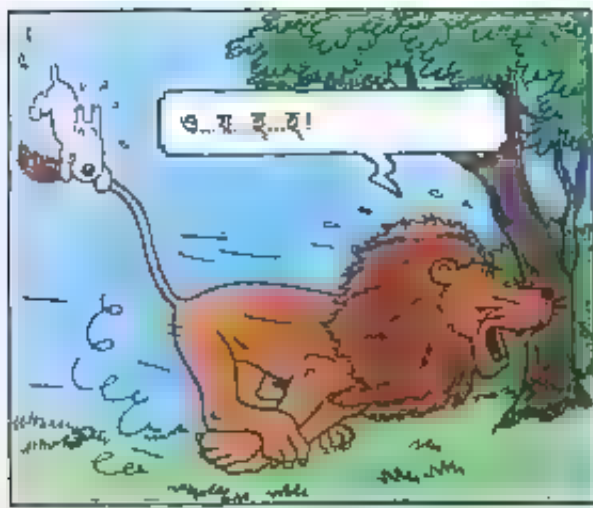


সায়েব,
রেলগাড়ি
ভেঁ চলেছে
না স্টেডে
গোছে

এক মিনিট
সব ঠিক করে
দিজি









কী অশুভ ব্যাপার! বিদেশিই এটাকে চুরি করেছে। ও মরুক।



এ কী যন্ত্রণা!



কাল ভোরে বাবাওয়ারের লোকজন ভোকে মেরে ফেলবে



কুইস, এ তো মহা বিপদ! মূর্তিটা আমার ঘরে এল কী করে বল তো? কে এই কৌশলটা করল?

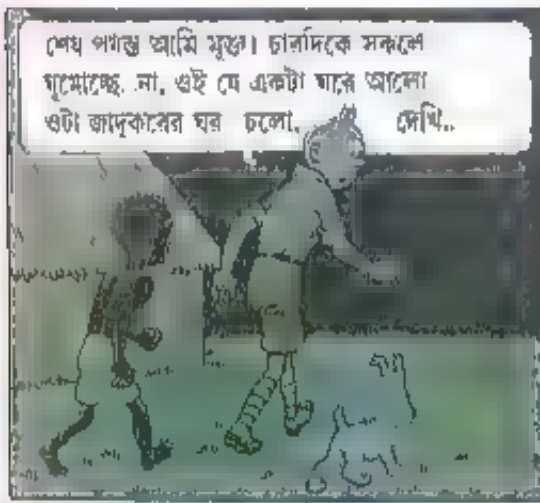


সেই রাতে

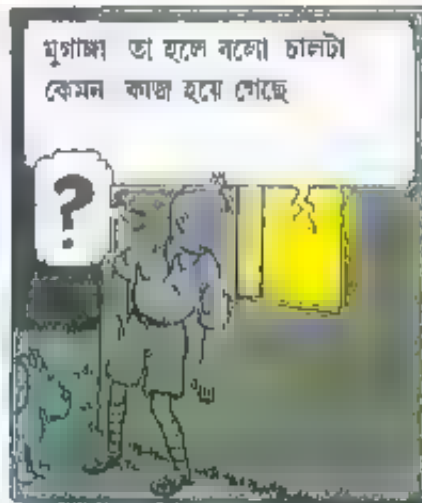
কোকো ভুই এখানে বাঁচালি



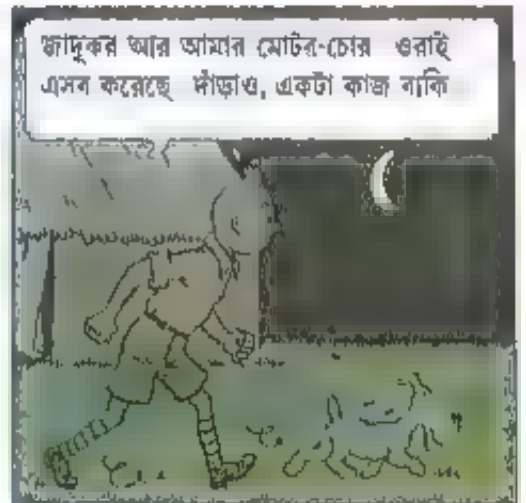
শেষ পঞ্চম আমি মুগ্ধ। চারদিকে সকলে ঘুমোচ্ছে, না, ওই যে একটা ঘরে আলো ওটা জাদুকরের ঘর চলো, দেখি..



মুগাধা তা হলে বলো চানটা কেমন কাজ হয়ে গেছে



জাদুকর আর আমার মোটর-চোর ওরাই এসব করেছে দাঁড়াও, একটা কাজ বাকি



তাড়াহাড়ি! চলো...



ওদের কথা টেপ করি আর মূর্তি ক্যামেরায় ছবি তুলে নিই...

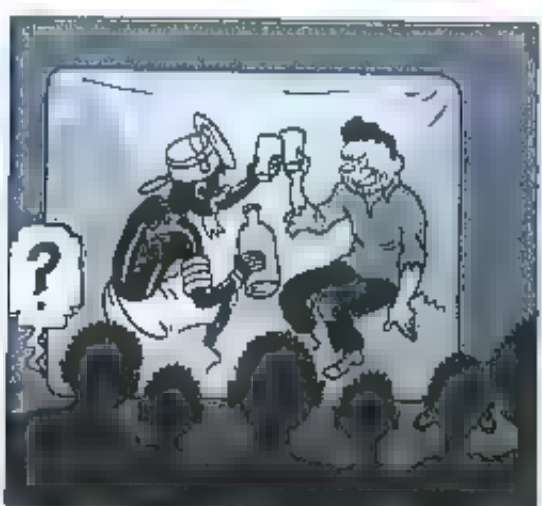


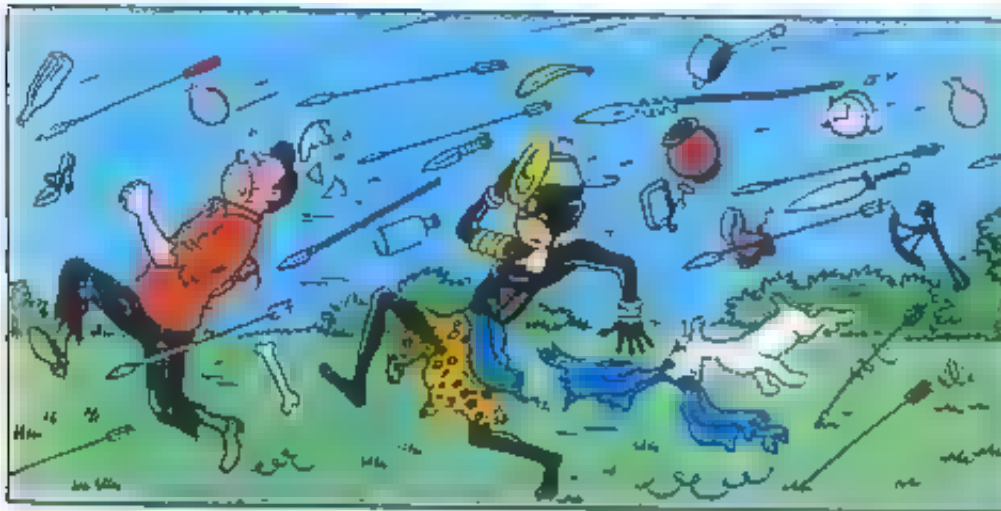
আর আমি, বাবাওয়ারের জাদুকর হয়ে থাকব। মূর্ত লোকগুলোকে বশ করে রাখব.

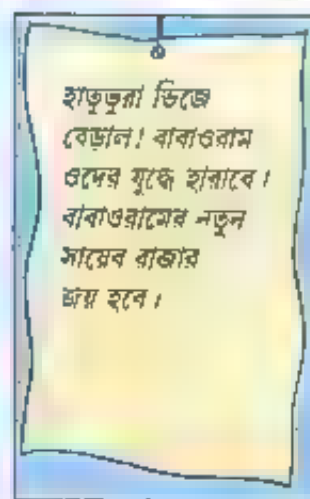
পরের দিন ভোরে...

আরে! বন্দি পালিয়েছে!









বিজিতি পোশাক পরে বিদেশি যন্ত্রে যুদ্ধ করবে আমার লোকেরা ব্যবহার করে
যন্ত্র দেখিয়ে ছাড়বে



সাহেব, হাতুড়ের লোকেরা আমাদের
আক্রমণ করে সব ছত্রিবার করছে।



ভাই নাকি? শান্ত হও... হাতুড়ের
লোকদের সঙ্গে আমি কথা বলব।



একা বড়
বাড়াবাড়ি
করছে

ওরা কই? হাতুড়ের দেখছি
না কেন?



বাহ বাবাহ! কী টিপ



সাদা লোকেটা জাদুকর রাজামশাই।
আমাদের তির ওর গায়েই লাগছে না।

এ আবার কী
মতুন খেলা?



ভারী কামান নিয়ে এসে ওর গোলা
দিয়ে মারবে। দেখি ওর অলৌকিক
শক্তি কত সাংঘাতিক।



ইশিয়ার! সাদাটাকে ডাক করো! এবার আগুন দাও





ধুয়েরি! কামানটাই ভেঙে ফেলনি এবার
আমি নিজেরই গুলে বধ করব।



নাকটু নানা! আমি আসছি।



ঠিক জায়গায়!

টিনটিন, এসব
হচ্ছে কী করে?



বাবাওরামের সঙ্গে আর লাগতে আসবি?

মহান জাদুকর...
আপনি হাতুড়ুতে
এসে রাজা হোন।



সেজা ব্যাপার। গাছের
পিছনে এই বিদ্যুৎচুম্বকটি
লুকিয়ে রেখেছিলাম। তির
মারছে, সব ওই গাছে
এসে আটকাচ্ছে।



হাতুড়ু সাহসী হাতুড়ু ভাগ্যবান যাকে
তির ছোঁয় না সেই সায়েব হাতুড়ুর রাজা।

কপালই মন্দ।



আজ আমরা শিকারে যাব। কুটুস

সিংহ শিকার? দুস!
ওতে আর আছেটা কী?



না, কুটুস! এবার আমরা চিতা শিকারে যাব।

ডাই নাকি? ভাল খবর।



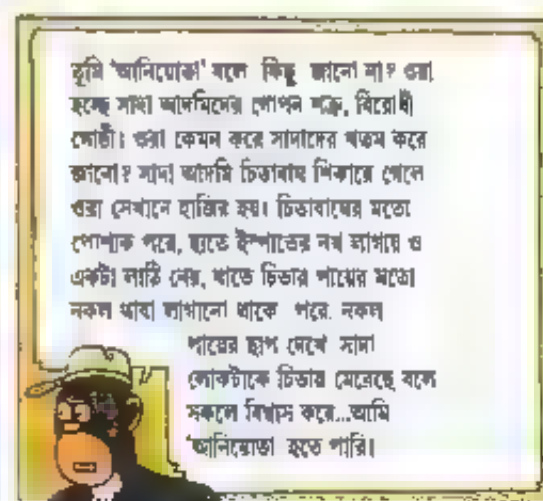
আমার কানে কথাটা ভাগিয়ে এস।



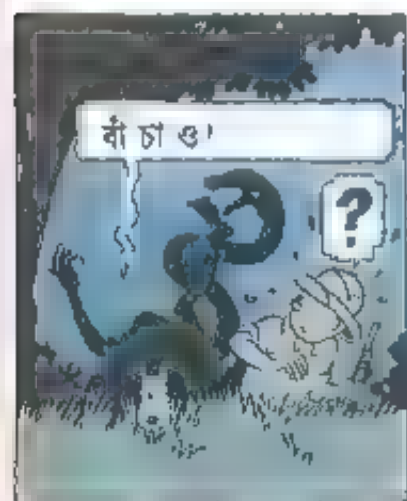
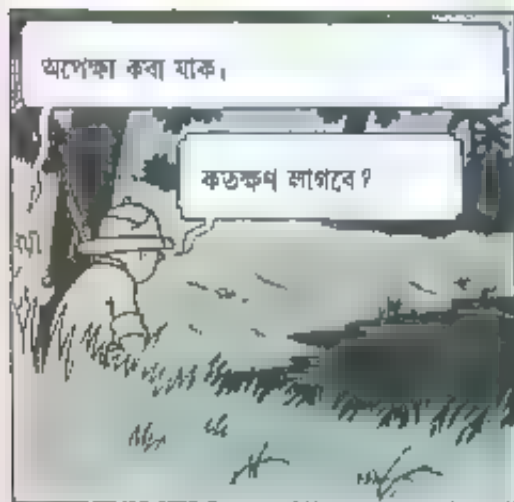
মুগাঙ্গা! সুখের বেটে সাদা
আজ চিতা শিকারে যাবে।

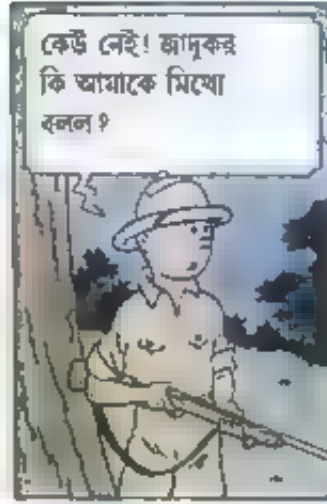


চিতা? ওর মরণ ঘনিয়েছে।



হুমি 'অনিয়োকা' বলে কিছু জানো না? ওরা
হচ্ছে সাধা আদমিদের গোপন শত্রু, বিরোধী
মোর্দী। ওরা কেমন করে সাদাদের খতম করে
জানো? সাদা আদমি চিতাবাঘ শিকারে গেলে
ওরা সেখানে হাতির হয়। চিতাবাঘের মতো
গোশাক পরে, ছাড়ে ইস্পাতের নখ লাগিয়ে ও
একটা লাঠি নের, খাড়ে চিতার পাখের মতো
নকল খাবা লাগানো থাকে পরে নকল
পাখের ছাপ মেখে সাদা
লোকটাকে চিতার মেরেছে বলে
সকলে বিশ্বাস করে...আমি
'অনিয়োকা' হতে পারি।





এসে গেছি। ঘাড় থেকে নামো।



নাথো! কুমিতের দল! কোমকে বেঁচে এই
মাসের ভাল বেতে বুলিতে দেব নীর ওপর
দুলবে আর কুমিতের দল কোমপরে করবে!



বিদায় এখন জোয়ারের জল
বাড়ছে! হিংস্র কুমিরগুলো ক্রমশ
এগোবে হাসি পাচ্ছে না? ঘাই



এর চেয়ে সংকটের মুহূর্ত আগে
আসেনি।



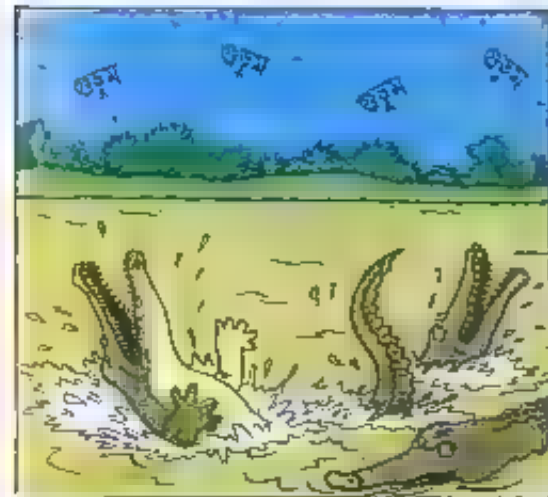
এই শেষ।



কুম



ঠিক সময়ে পৌঁছেছি, তাই না, বৎস?



কিন্তু, আপনি টিমটিন হো? না কি
ভুল হচ্ছে? কী হয়েছে আপনার?

ঠিক সময়ে এসেছেন,
ফাদার তাড়াতাড়ি
আমাকে ন্যায়ন

ইনিই
টিমটিন।

আপনার বন্ধুটা দিন। কুটুম বিগদে..

আশা করি বেশি দেরি হয়নি

ডাকাতটা আমাকে
এখানে রেখে গেল।

যহা নিপদ! এ যে
অজগর সাপ!

বাঁচাও বাঁচাও

ভৌ

আসছি, কুটুম!
মৈয় ধর।

এ কী! দেরি করলাম।

বেচার কুটুম!

পেটটা কেমন
করছে।
একটু হজমি
খোলে হত

?

এ কী! কুটুমের পা!

?

কী ভাল ব্যাপার আমার পা গজিয়েছে।
আনি ভাবতেই পারিনি আমারও পা হবে।





এই তো মিশনে এসে গেছি।



এই হল হাসপাতাল আর
ডানদিকে স্কুল।



স্কুলঘরের পাশে আমাদের ছোট
সিঁড়ী এখানে আমাদের এক
বছর হল কি না,
আস্তে আস্তে...

কী ভাল এই
মিশনদিবা!



ফাদার, শুনুন, ফাদার সেবাস্টিয়ান
খুব অসুস্থ অল্প ক্রাস নিতে
পারবেন না।



ভাই ভো! আমাকে হাসপাতালে
ঘেঁতে হবে... অন্য কেউ ফাঁকা
নেই।



আজকের মতো যদি
আমি পড়িয়ে দিই,
ফাদার?

খুব ভাল হয়।
ধন্যবাদ

প্রোফেসর
টিনটিন!



এ তো টিনটিন,
তরুণ সাবোদিক।

টিনটিন এসেছে।

এই তোমার ছাত্ররা।
সব ভালভাবে চলুক।

নিশ্চয়ই, ওরা
বেশ শান্ত।



বন্ধুরা, তরুণ সাবোদিক টিনটিনের
সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে
দিই ফাদার সেবাস্টিয়ানের
জায়গায় ইনি আজ তোমাদের
অঙ্ক করাবেন।

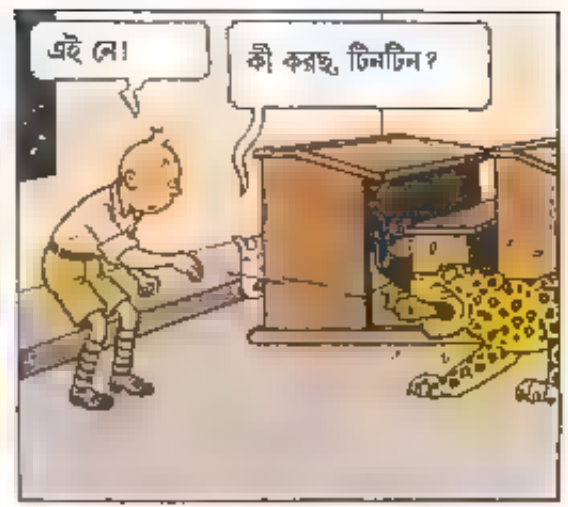
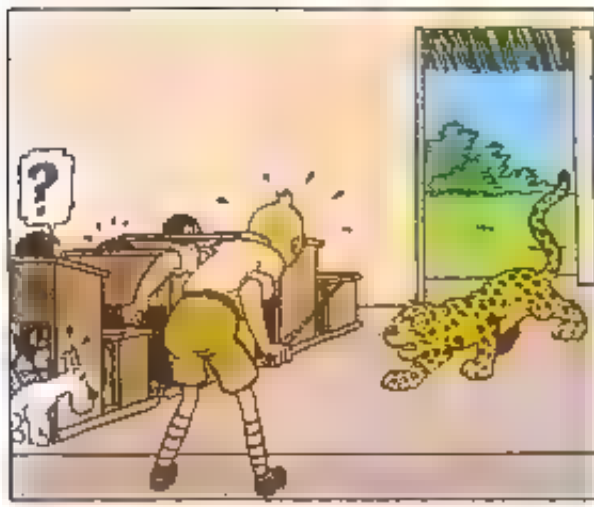


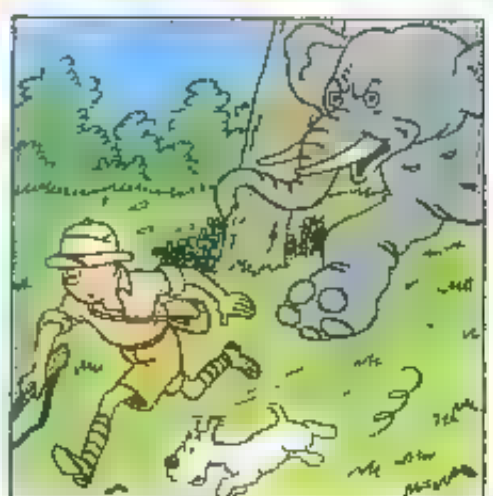
টিনটিন, দু'জন গল্প
করছে কিন্তু...

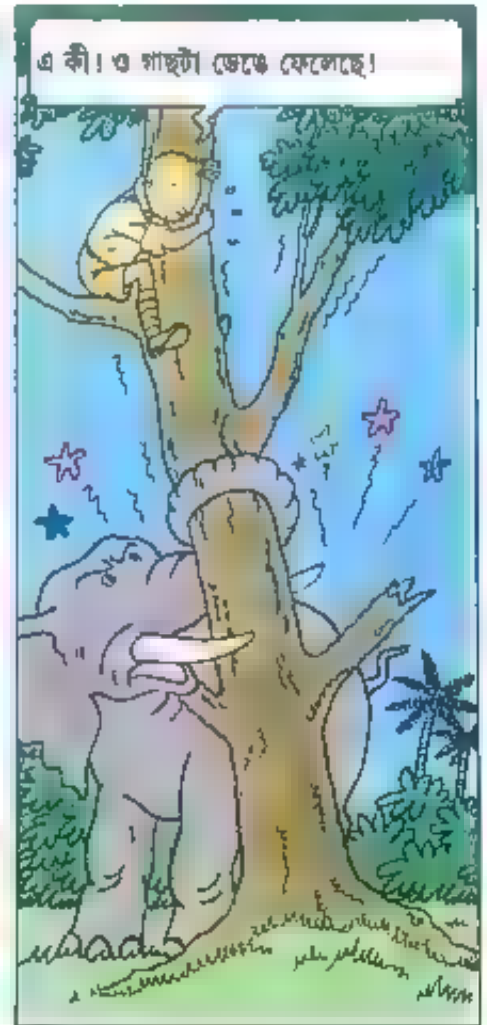
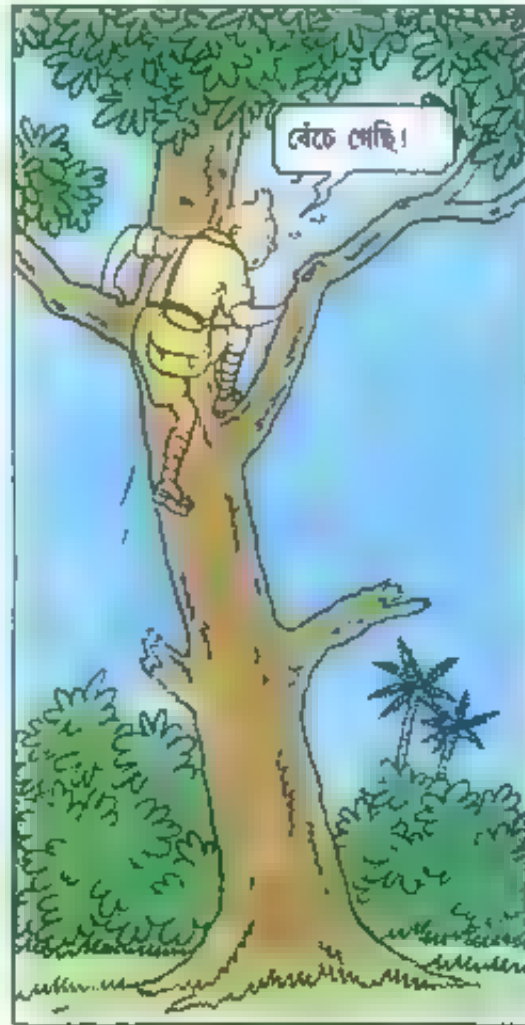
প্রথমে সেবি তোমরা যোগ কতদূর নিখেছ।
দুই আর দুইয়ে কত হয়? কে কলবে? বলো।



উত্তর নেই কেন? আরে...
একটা চিতা





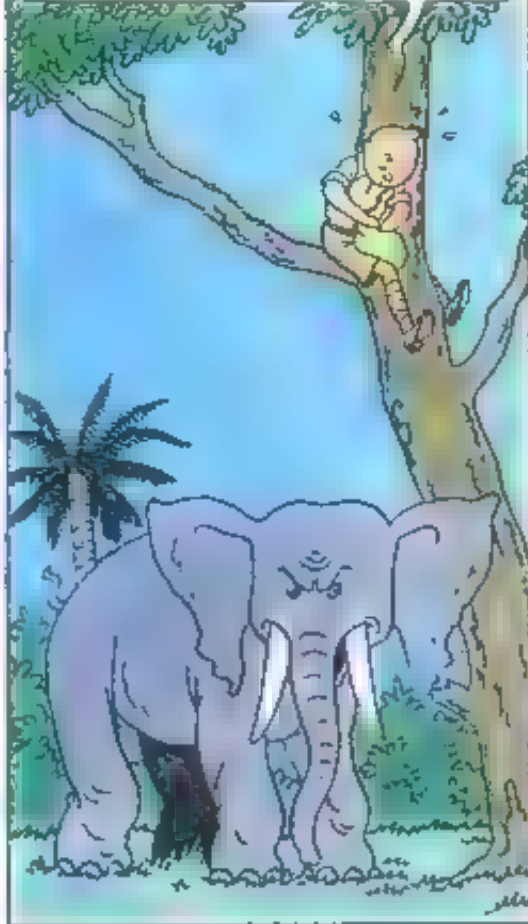


এ কী! ও গাছটা ভেঙে ফেলেছে!

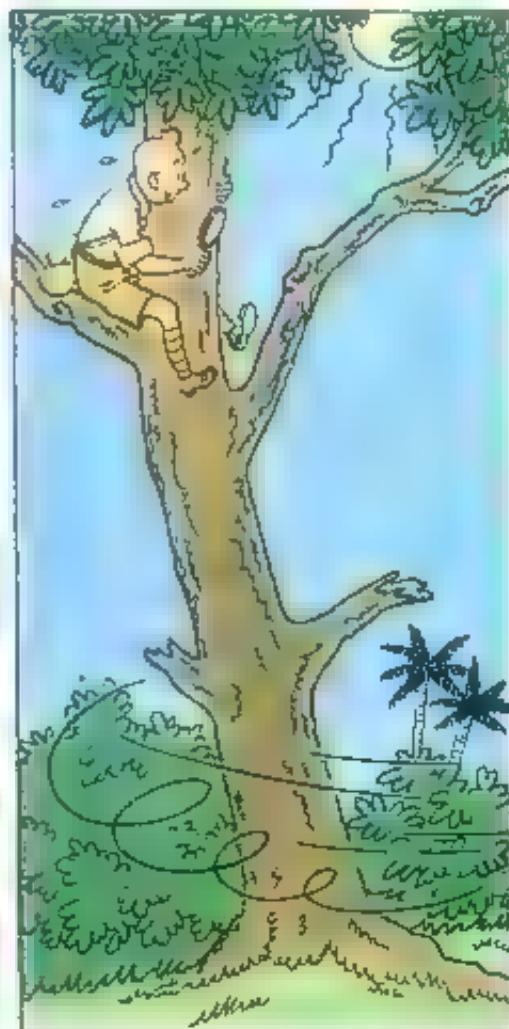
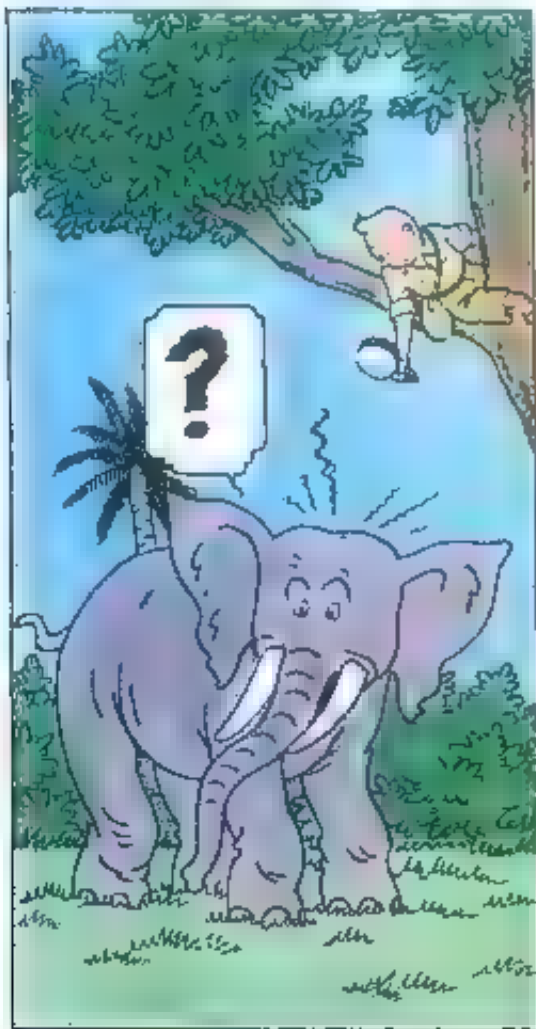
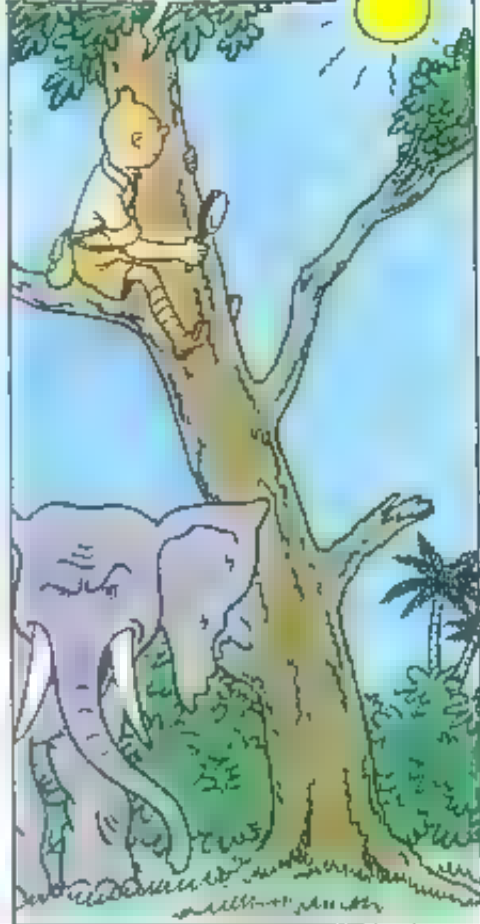
ও তো যাওয়ার কোনও লক্ষণ
দেখাচ্ছে না। কী হবে?

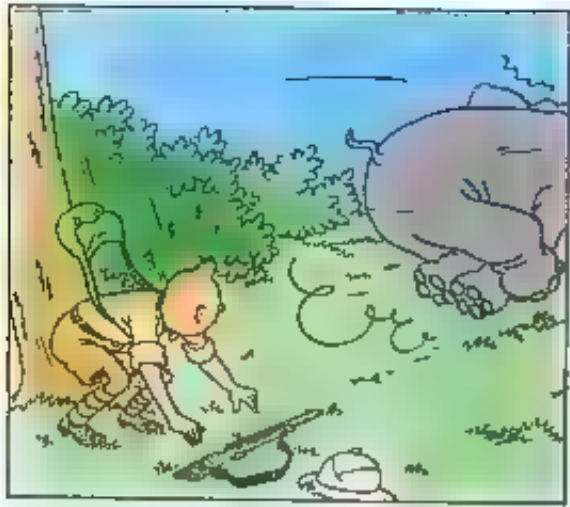


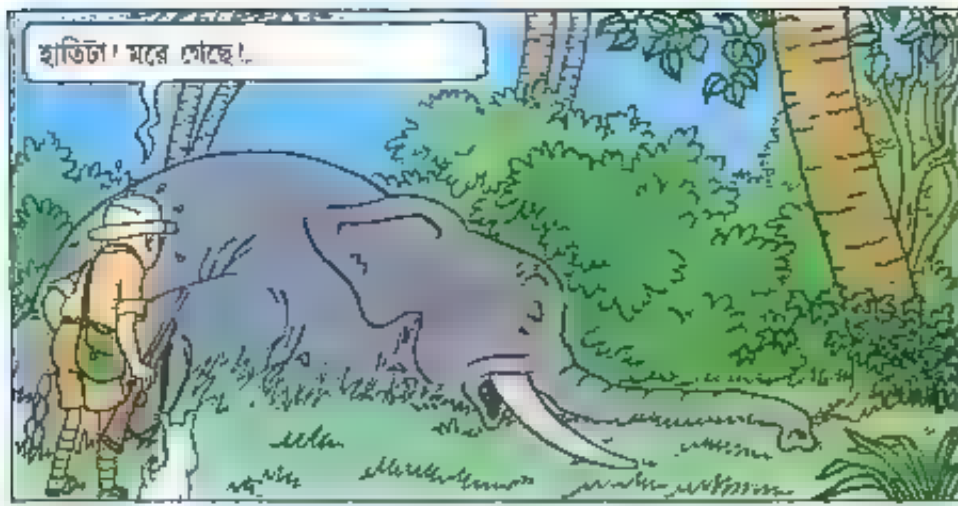
কুকটীও আবার হাত থেকে গড়ে গেছে। বাগে একই বুকে
বেবি, একটা আতশবাক! গেলো, একটা বড়লোক গেলো!

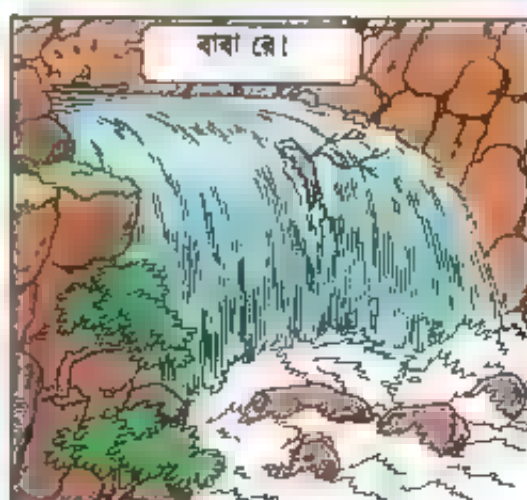


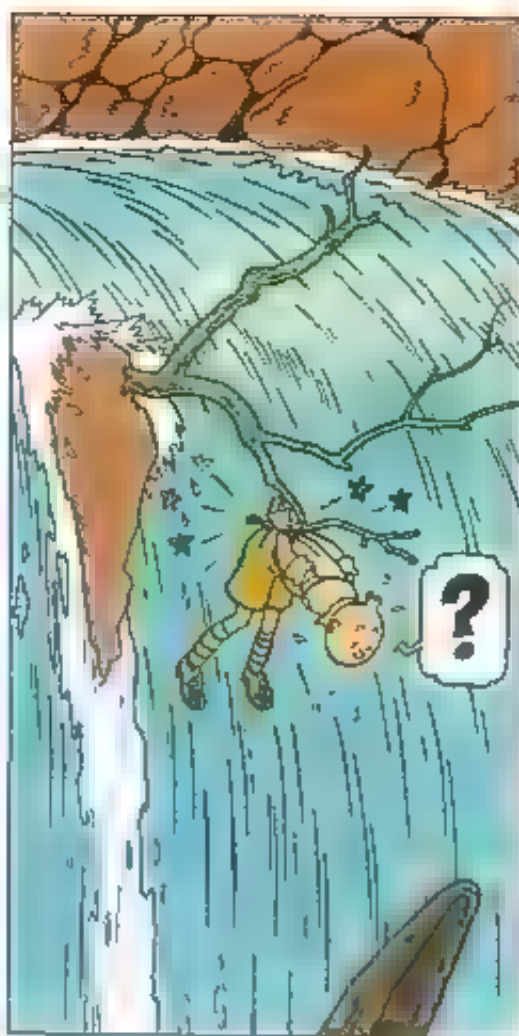
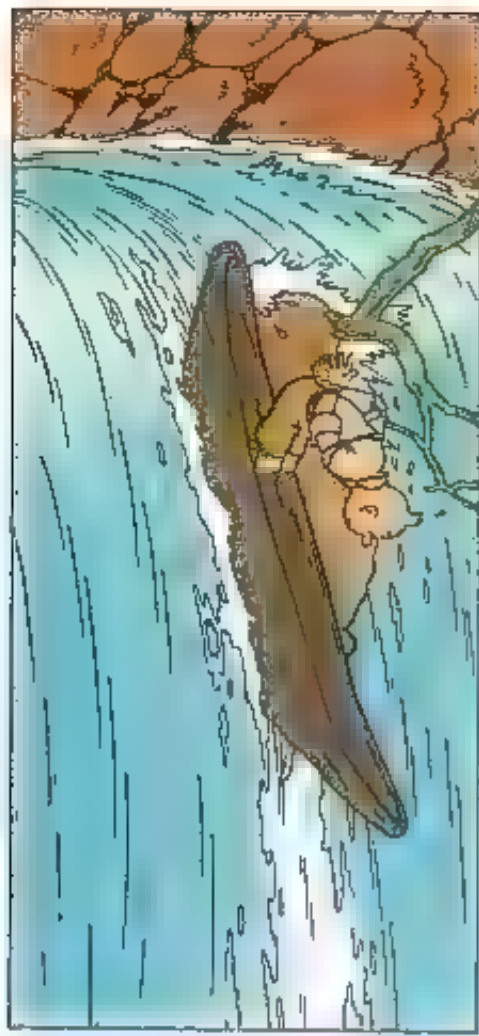
দারুণ আনন্দিত
মতলব!











মোড়ো না! তোমাকে ছাড়িয়ে আনছি..

তুমি ছাড়ানোর আগে
আমি তোমাকে মুক্ত
করিছি।

এ কী! কী দেখছি?

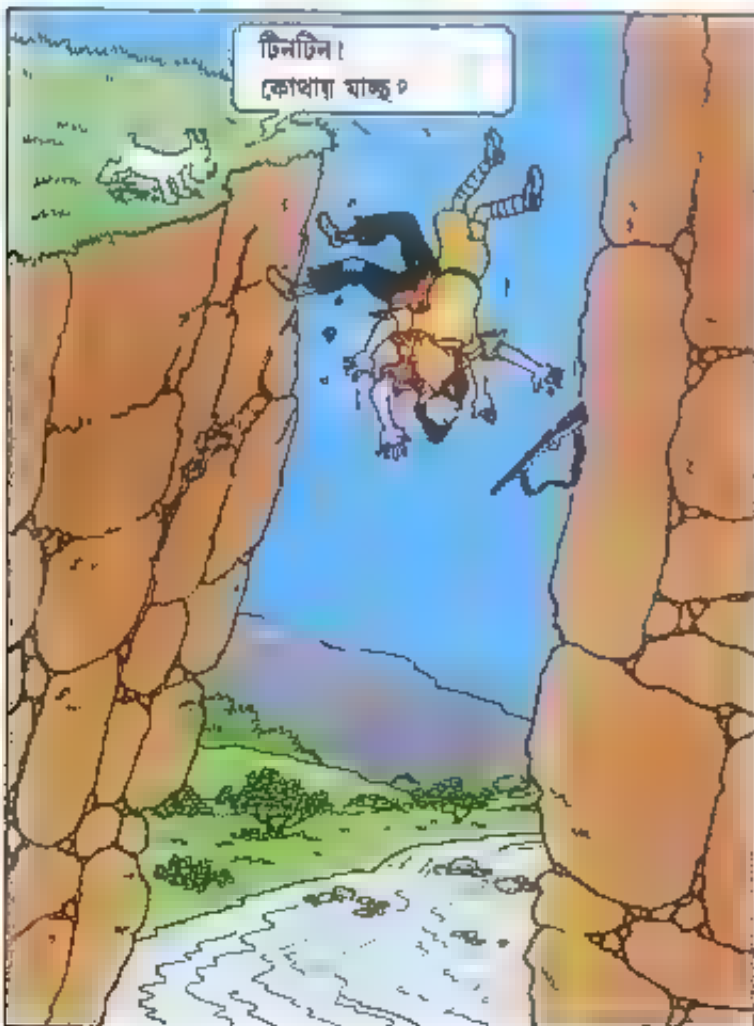
চলো বন্ধুরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে
আমি তোমাদের মুক্তি দেব..

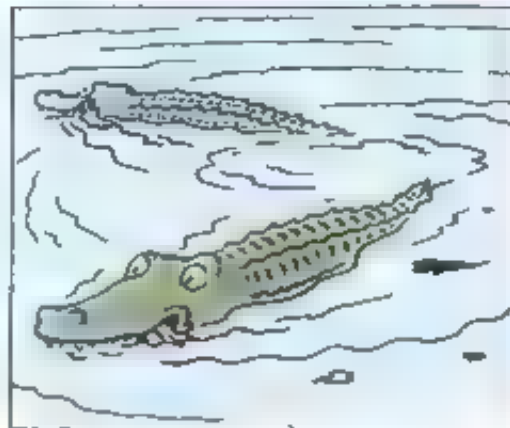
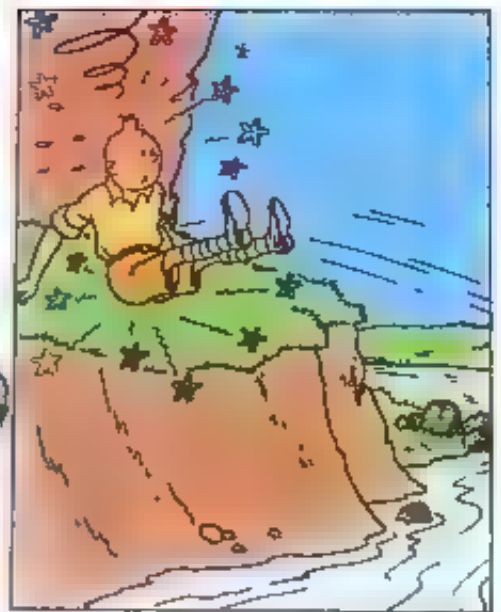
চল কুটুস! মোড়ো! বদ লোকটাকে
খামাভেই হবে।

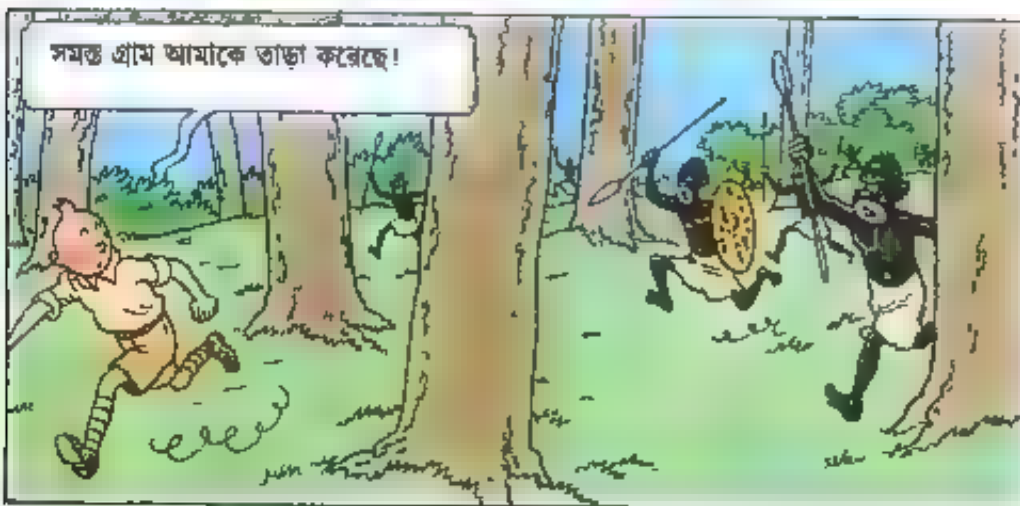
জোরে যাক, এসে তো পৌঁছেছি।

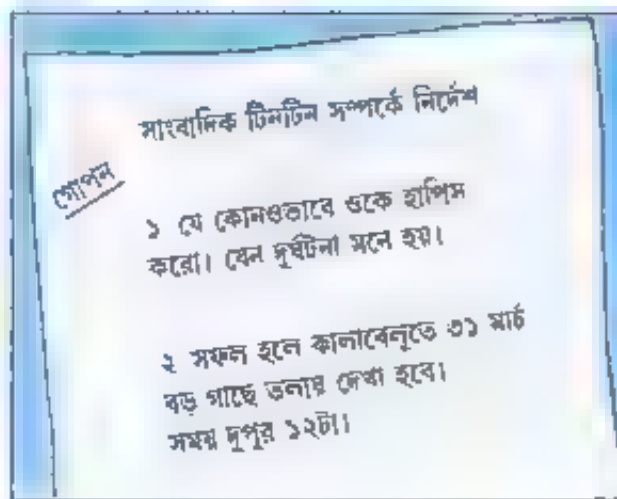
এই হল সময়। এবার..











আচ্ছা দাঁড়া কুটুস কীভাবে এই
ব্যাপারটার সমাধান করব, ভা
মাথায় এসে গেছে। মন দিয়ে শোন।

দুর্দান্ত মতলব।

৩১ মার্চ, কানাবেনুতে...

ওই যে লোকটা।
সাবধান!

সুপ্রভাত, টম। টিনটিনের খবর কী?

টিনটিন?
বতম!

ভাল কাজ করেছে বস তোমাকে
ভুলবেন না এখন ওঁর মতলব
ঠিকঠাক সফল হবে। কেউ
আটকাতে পারবে না।

?

আজ বুধের দিন। একর অ্যাপকে সুখবরটা
জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি..

প্রথমে বন্দুকটা হাত করি..

কিন্তু বালো তো, নেংটি
ইদুরটাকে কী করে মারলে!

যানে,
আনি..

আমি ওদের পিছন পিছন যাচ্ছিলাম,
ওর একটা বন্ধু রাইফেলটা গাছে
ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল ওদের
চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি রাইফেলটা
ভুলে নিলাম..

বাহ! তারপর?

বন্দুকটা ভুলে নিয়ে এসেলাম,
খুব অসহজ

তারপর কী করলে?

তারপর কোন্‌ ফতে!

এবার শুকে জেরা করতে হবে।

একটা পাগড় মেরে জ্ঞান ফেরাই।

টুটস!

টিনটিন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি
খারাপ খেলিনি, ভাই না?
এবার তোমাদের বসের
নামটা বালো দেখি।

তার নাম আল কাপ্পোনে যা বাল্যকাল থেকে সিকাগোর অপরাধীদের রাজা। তিনি এখানকার হিরের খনিষদের নিয়ন্ত্রণও চান। যখন তিনি জনগণের টিনটিন আফ্রিকায় আসছে, ডাবলেন মতনর ভেত্রে থাকে। তাই লোক পাঠানো হয় তেমনকে খুন করার জন্য। তেমনকে হত্যা করার পর আমাদের লোকেরা একসঙ্গে বসে পত্রকর্তা মতনর ফাঁদে।

সেই সব লোকজন কোথায়?

কালাবেলুর কাছে একটা খালি বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় আমাদের মিটিং।

বেশ। এবার খানায় চলো। নাক বরাবর...

এই লোকটাকে নিয়ে যাও পালাতে যেন না পারে

এই হল ঘটনা। আপনি চাইলে আজ সন্ধ্যাবেলাতেই গুনের ধরা যায়।

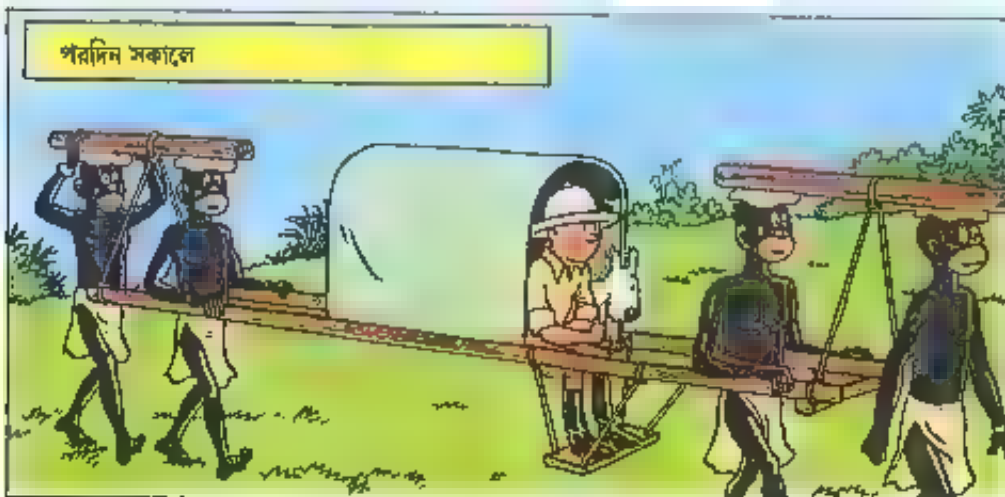
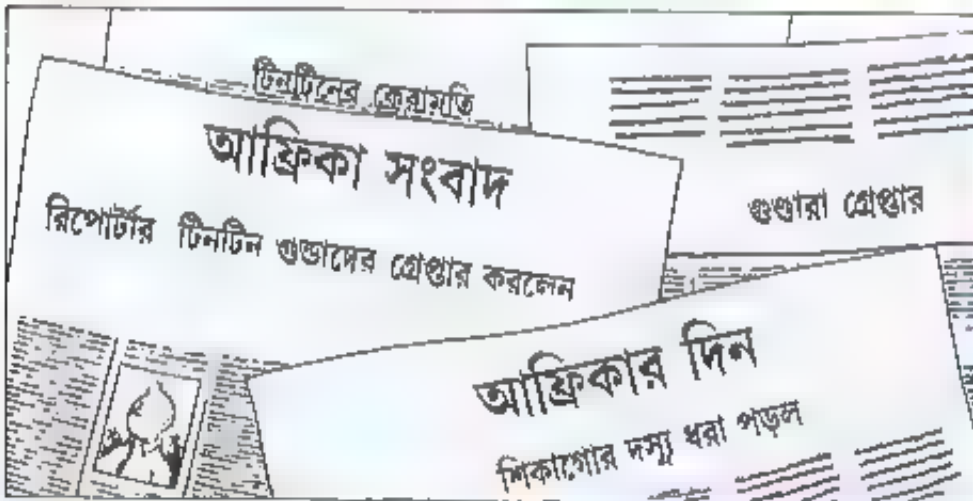
সেই সন্ধ্যায়

ঠিক।

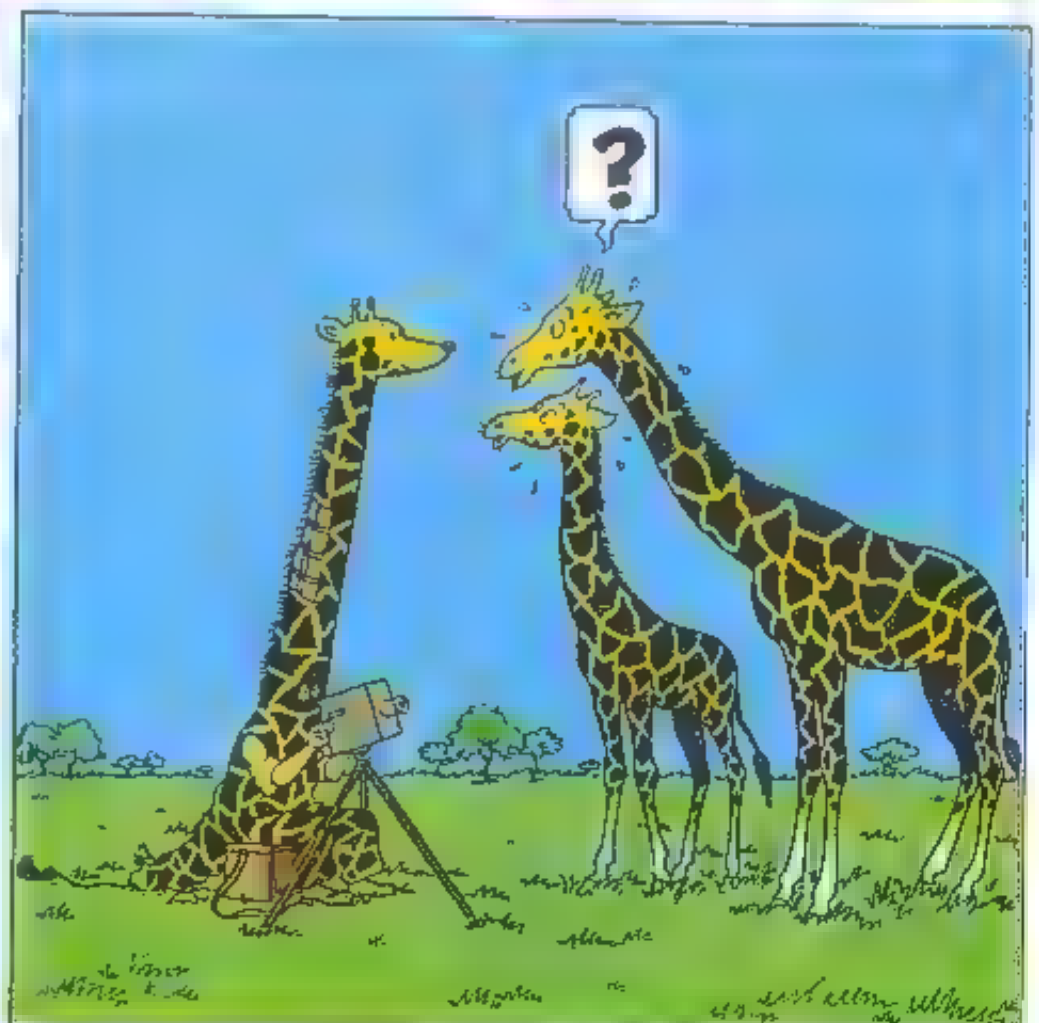
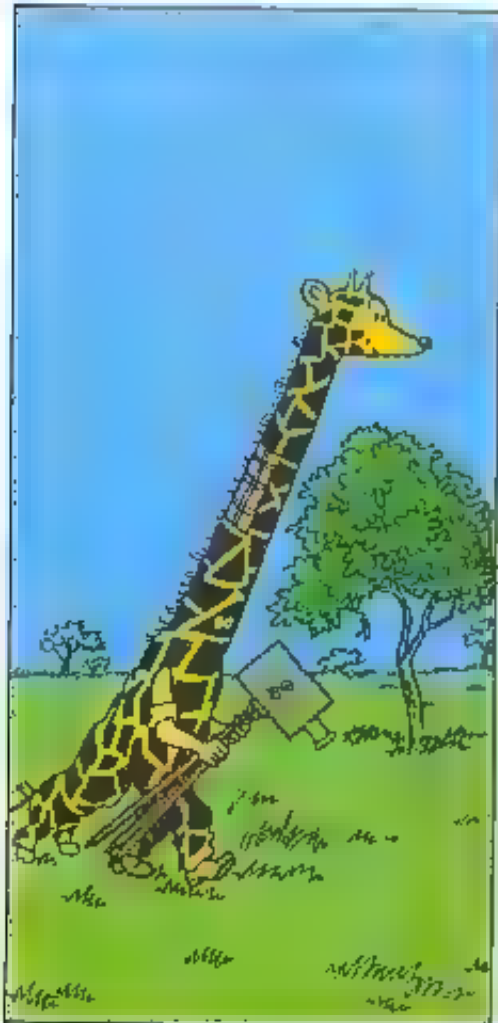
এই তো সকলে এসে গেছে।

গিকন গোল কোথায়? সেই পুঁজকে সাহাবাদিকের খবর জানাতে ওর এক দেহি তো হওয়ার কথা নয়

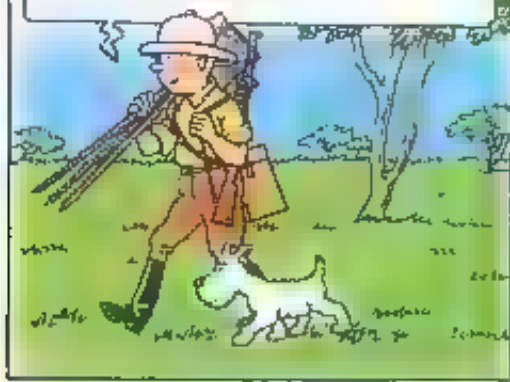
সাবধানে, গুরা তোনায় দেখতে না পার..







এই ছবি দেখলে সকলে চমকে
যাবে। তাই না, কুটুস?



উঃ! একটা পাথর!



দুর্দান্ত জানোয়ার!

শিকার করতে পারলে বাড়িতে
সাজিয়ে রাখব



তুম!



তুম!



এর গায়ে তো গুলি লাগছে না
কী করি এবার?

ও কি পাথর
দিয়ে তৈরি?



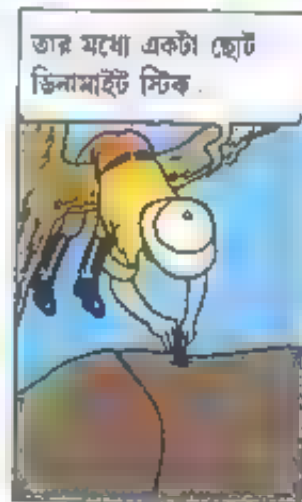
সাবধানে...



প্রথম একটা ছোট কুন্ডল করি।



তার মধ্যে একটা ছোট
ডিনামাইট স্টিক



তার দিয়ে জুড়ে দিতে
হবে



একটা দেশলাই চাই
এবারে



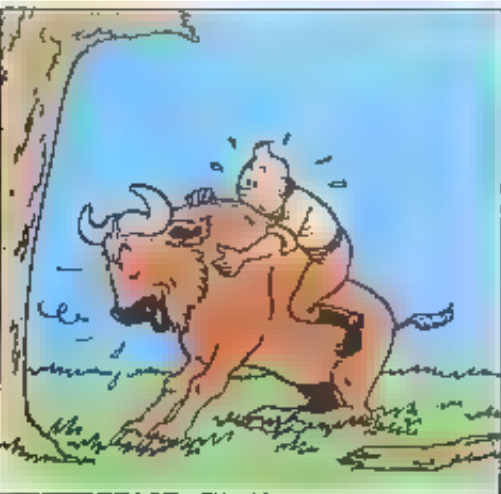
বুম!

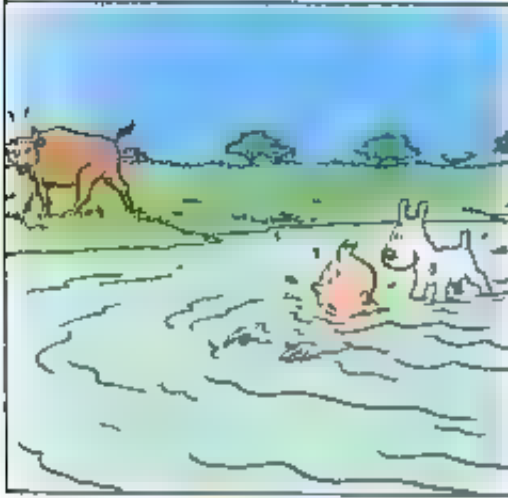
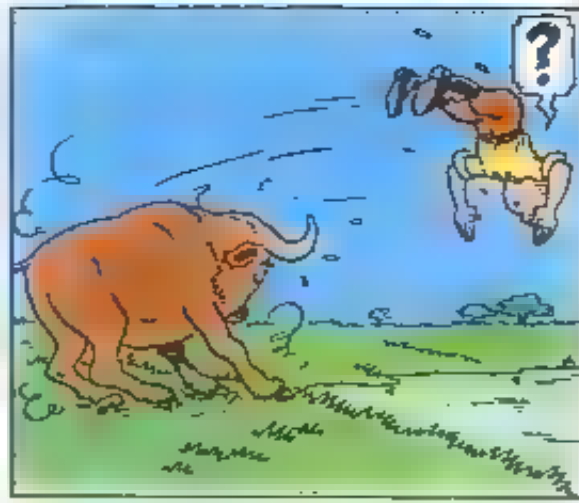
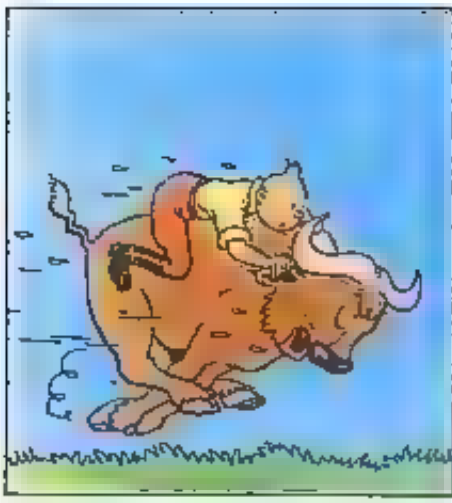
ওই ফাটছে!

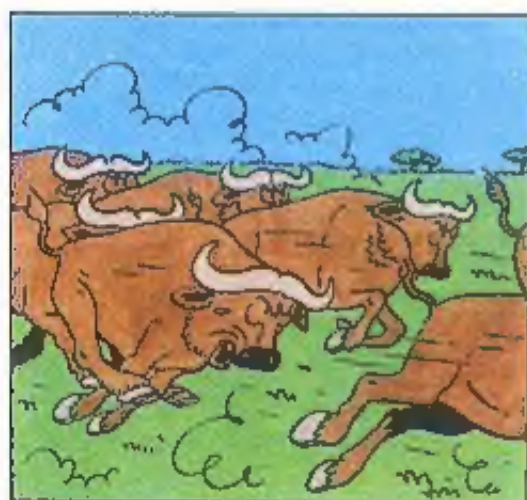


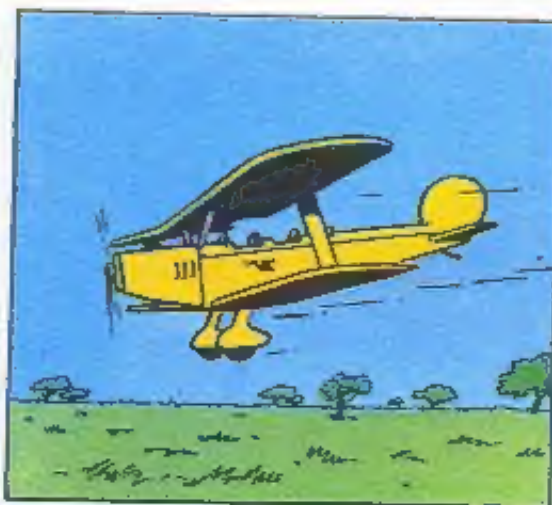
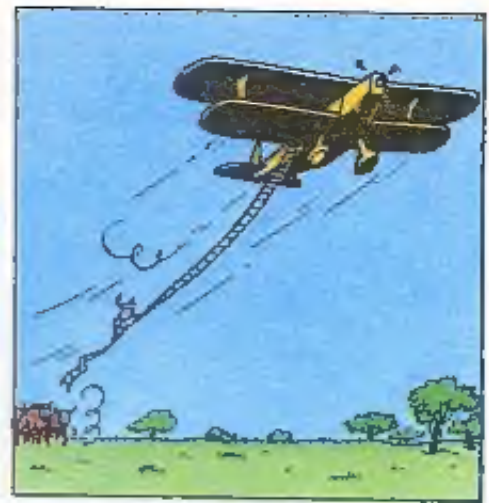
যাচ্ছিলে! বিস্ফোরণটা বেশি জোরে হয়ে
গেছে!











এই উঁচু জায়গাটার কাছেই কুটুসকে
হারিয়েছিলাম...



কিছু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।



কুটুস!...কুটুস!...কুটুস!



বেচারা কুটুস! একে কি
এই সাংঘাতিক জীবগুলো
যেতে ফেলেছে?



জো জো!



কুটুস রে! এই ভয়লোক আমাদের দেশে
ফেরত নিয়ে যেতে চান।

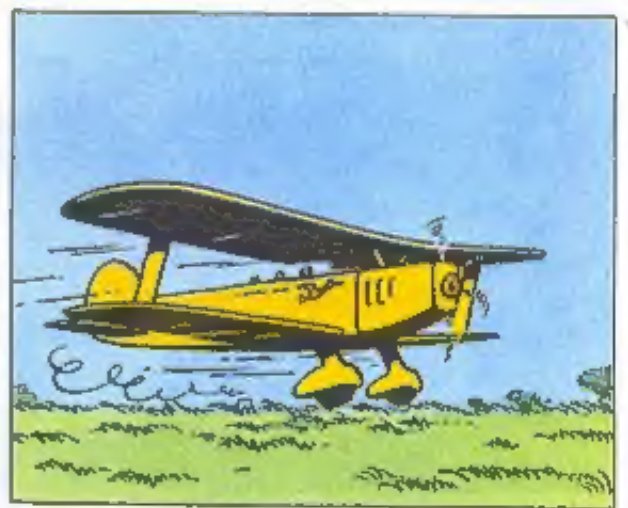
আবার
বাড়িতে?
কী মজা!



মনে হয়, তোমার জন্য একটা
নতুন কাজ অপেক্ষা করে আছে।
হয়তো তোমাকে রিপোর্টিং করতে
শিকাগো যেতে হবে...



সব ঠিক আছে তো? চলো এবার,
ওড়া যাক...



বিদায় আফ্রিকা! তোমার অনেক কিছুই আমার কাছে অপরিচিত থেকে গেল। এবার ইউরোপে
কেঁরার পালা...আমেরিকার খবরও নিতে হবে।



